গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

নম্বর : ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০৫.১৯-৩৬৮

তারিখ: ১০ চৈত্র ১৪৩০
২৪ মার্চ ২০২৪

বিষয়: চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ পৌরসভার মেয়র মুঃ মাহাবুবুল আলম-এর বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব সংক্রান্ত।

সূত্র : বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম এর স্মারক নং-৮৮, তারিখ: ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ পৌরসভার মেয়র মুঃ মাহাবুবুল আলম-এর বিরুদ্ধে উক্ত পৌরসভার ৮ (আট) জন কাউন্সিলর কর্তৃক অনাস্থা প্রস্তাব দাখিল করায় এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যধারা গ্রহণের জন্য 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯' এর ধারা ৩৮ (২) অনুযায়ী উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম-কে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা হিসেবে নির্দেশক্রমে নিয়োগ করা হলো।

২। এমতাবস্থায়, 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯' এর ধারা ৩৮ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল কার্যধারা সম্পন্ন করে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২৪/০৩/২০২৪

মোঃ আব্দুর রহমান
উপসচিব
ফোন: +৮৮০২৯৫১৪১৪২
ইমেইল: lgpaura1@lgd.gov.bd

উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
চট্টগ্রাম।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম
২. যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-২ অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম
৬. মেয়র, চন্দনাইশ পৌরসভা, চট্টগ্রাম
৭. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৮. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)
৯. অফিস কপি।

যুগ্ম-সচিব (নঃউঃ-২) এর দপ্তর
স্মাঃ নং তাং
১। পৌর-১ শাখা
২। পৌর-২ শাখা
যুগ্ম-সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনার অফিস, চট্টগ্রাম
স্থানীয় সরকার শাখা
www.chittagongdiv.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৫.৪২.২০০০.০৪১.০৬.০০২.২৩.৮৮

তারিখ: ১৮ মাঘ ১৪৩০
০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বিষয়: **মেয়র, চন্দনাইশ পৌরসভা, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও অনাস্থা প্রস্তাব সংক্রান্ত পত্রের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান।**

সূত্র: চন্দনাইশ পৌরসভা, চট্টগ্রাম এর প্যানেল মেয়রসহ ৭ জন কাউন্সিলর কর্তৃক স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র, তারিখ-১৬/০১/২০২৪ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে চট্টগ্রাম জেলাধীন চন্দনাইশ উপজেলার চন্দনাইশ পৌরসভা এর প্যানেল মেয়র-০১ জনাব মোহাম্মদ আবু তৈয়বসহ ৭ জন কাউন্সিলর কর্তৃক স্বাক্ষরিত আবেদনপত্রে চন্দনাইশ পৌরসভার মেয়র জনাব মুঃ মাহাবুবুল আলম এর স্বজনপ্রতি ও দুর্নীতির কতিপয় অভিযোগ উল্লেখ করে মেয়র, চন্দনাইশ পৌরসভা এর বিরুদ্ধে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এর ৩৮ ধারা মোতাবেক অনাস্থা প্রস্তাব দাখিল করেছেন।

২। এমতাবস্থায়, সূত্রোক্ত পত্রে বর্ণিত বিষয়ে সদয় অবগতি ও বিধি মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

সংযুক্তি : সূত্রোক্ত পত্র।,

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সচিবের দপ্তর
১) অতিরিক্ত সচিব
২) মহাপরিচালক
৩) যুগ্মসচিব
৪) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)
১) প্রশাসন
২) নগর উন্নয়ন
৩) উন্নয়ন
৪) পানি সরবরাহ (পাস)
৫) উপজেলা অধিশাখা
৬) ইউপি অধিশাখা
৭) আউট অধিশাখা
৮) আইন অধিশাখা
ডাইরি নং:.....
তারিখ: ০১/০২/২৪
স্বাক্ষর

১-২-২০২৪
শাহিনা সুলতানা
উপপরিচালক
ফোন: ০২৪১৩৬০৯০০
ফ্যাক্স: ০২৪১৩৬০৮০২
ইমেইল: dlgsectionctg@gmail.com

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্মারক নম্বর: ০৫.৪২.২০০০.০৪১.০৬.০০২.২৩.৮৮/১(৫)

তারিখ: ১৮ মাঘ ১৪৩০
০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) বিভাগীয় কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম
২) পরিচালক, স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম
৩) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম
৪) মেয়র, চন্দনাইশ পৌরসভা, চন্দনাইশ পৌরসভা কার্যালয়, চট্টগ্রাম
৫) জনাব মোহাম্মদ আবু তৈয়ব, প্যানেল মেয়র-০১, চন্দনাইশ পৌরসভা, চন্দনাইশ পৌরসভা কার্যালয়, চট্টগ্রাম

স্থানীয় সরকার বিভাগ
নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ
১। যুগ্মসচিব (নঃ উঃ-১)
২। যুগ্মসচিব (নঃ উঃ-২)
৩। যুগ্মসচিব (নঃ উঃ-৩)
৪। উপসচিব (সিঃ কঃ-১)
৫। উপসচিব (সিঃ কঃ-২)
৬। উপসচিব (নঃ উঃ-১/২)
ডায়েরী নং: ৪১৭
তারিখ: ৫/০২/২৪
যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন)

১-২-২০২৪
শাহিনা সুলতানা
উপপরিচালক

।বশ
টাকা

বাংলাদেশ
কোর্ট ফি

মাননীয়,

বিভাগীয় কমিশনার
চট্টগ্রাম বিভাগ
চট্টগ্রাম।

বিষয় ঃ মেয়র, চন্দনাইশ পৌরসভার এর বিরূদ্ধে চন্দনাইশ পৌরসভার কাউন্সিলরগণ কর্তৃক অনাস্থা আনায়ণ ও অনাস্থা প্রস্তাব প্রেরণ সংক্রান্ত কার্য বিবরণী দাখিল প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ চন্দনাইশ পৌরসভার বর্তমান নির্বাচিত কাউন্সিলর হই। চন্দনাইশ পৌরসভার মেয়র জনাব মুঃ মাহাবুবুল আলম এর স্বজনপ্রীতি ও দূর্নীতির কারণে এলাকাবাসীসহ আমরা অতিষ্ট তার স্বজনপ্রীতি ও দূর্নীতির চিত্র নিম্নরূপঃ-

১। বিগত ২০১১ সালে পৌর পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে পৌর সদরে একটি কিচেন মার্কেট নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। তখন মেয়র ছিলেন জনাব আইয়ুব কুতুবী। উক্ত মার্কেট এর ৫৪ (চুয়ান্ন) টি দোকান বরাদ্দের প্রত্যেকটির জন্য ৪৮,০০/= (আটচল্লিশ হাজার) টাকা করে অগ্রিম পে-অর্ডার মূলে নেওয়া সর্বমোট ২৫,৯২,০০০/= (পঁচিশ লক্ষ বিরান্নব্বই হাজার) টাকা জমা হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে উক্ত মার্কেট নির্মাণ সম্ভব হয় নাই, জমাকৃত টাকা দোকান খরিদারদের ফেরত না দিয়ে, পৌরসভায় জমা থাকে। পার্শ্বলিপি মেয়র সাহেব নির্বাচিত হওয়ার পর মেয়র পদবীকে ব্যবহার করে, নিজের ক্ষমতাকে অপব্যবহার করিয়া কিচেন মার্কেটের দোকান বরাদ্দের জমাকৃত ২৫,৯২,০০০/= (পঁচিশ লক্ষ বিরান্নব্বই হাজার) টাকা উঠাইয়া পৌর পরিষদের কোন সিদ্ধান্ত ছাড়া নিজের ক্ষমতা অপব্যবহার ও দূর্নীতির মাধ্যমে নিজের ব্যবহারের জন্য সরকারী আইন উপেক্ষা করিয়া গাড়ী ক্রয় করিয়াছে। উপরন্তু উক্ত গাড়িটি বিধি মোতাবেক পৌর সভার আওতাধীন এলাকায় চলাচলের বিধান থাকিলেও পার্শ্বলিপি মেয়র উক্ত গাড়িটি প্রতিদিন শহর হইতে চন্দনাইশ পৌর অফিসে আসা- যাওয়া করা এবং পারিবারিক কাজে ব্যবহার করেন। যাহাতে প্রচুর জ্বালানী ক্রয় করিয়া, পরোক্ষভাবে জনগণের প্রদত্ত ট্যাক্স আত্মসাৎ করিতেছেন।

০২। বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব **"অডিটরিয়াম"** নির্মাণের জন্য সরকার কর্তৃক ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্রে সর্বনিম্ন টেন্ডার দাতা পার্শ্বলিপি মেয়র মহোদয়ের নিজস্ব ঠিকাদার না হওয়ায়, তা বাতিল করা হয়েছিল। উক্ত ৭ কোটি টাকা ফেরত চলে যায়। উক্ত "অডিটরিয়াম" নির্মাণের জমিতে প্রচুর দামী বৃক্ষ ছিল। অডিটরিয়াম নির্মাণের অজুহাতে মেয়র মহোদয় নিজের লোক দিয়ে ৭ লক্ষাধিক টাকার গাছ কর্তন করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন। যাহা দরপত্র বিহীন ও পৌর পরিষদের সিদ্ধান্ত ছাড়া হয়।
সুতরাং, মেয়র মহোদয়ের স্বজনপ্রীতি বাস্তবায়ন করিতে না পারিয়া চন্দনাইশ পৌরসভার অডিটরিয়াম নির্মাণের জন্য বরাদ্দকৃত ৭ (সাত) কোটি টাকা ফেরত যাওয়ায় চন্দনাইশ পৌরবাসী দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে।

০৩। Water Treatment Plant- এর আওতাধীন হাউস কানেকটিং পাইপ লাইনের প্রকল্পটি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের, কিন্তু টেন্ডার আহবান করে পার্শ্বলিপি মেয়র মহোদয়। উক্ত প্রকল্পটি ১০ (দশ) কোটি টাকা বরাদ্দ থাকে। মেয়র মহোদয় উক্ত কার্যাদেশ নিজের ইচ্ছেমত, পৌর পরিষদের সিদ্ধান্ত বিহীন দরপত্র আহবান করেন। অথচ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এর ৫৮ ধারা মতে পৌরসভার মেয়র এবং কাউন্সিলরগণের স্বার্থজনিত বিষয়াদি বিবৃত আছে। তবে তিনি পাইপ লাইন সহ যাবতীয় মালামাল নিয়ম বহির্ভূত ভাবে নিজে সরবরাহ করিয়া, প্রকৃত মূল্যের অধিক ৩ গুন টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে এবং মেয়র এর ইন্দনে ঠিকাদারের পাইপ লাইনে ৬'-৬" বালু দেওয়ার সিদ্ধান্ত থাকিলেও. তা দেওয়া হয় নাই।

০৪। পার্শ্বে বর্ণিত মেয়র মহোদয় চন্দনাইশ পৌরসভার উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের জন্য বিভিন্ন সময় দরপত্র আহবান ছাড়া, তাহার ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া, পরিষদের অগোচরে মেয়র মহোদয়ের নিজস্ব লোক দ্বারা পরিচালিত- (১) মেসার্স আয়েশা কর্পোরেশন- প্রোপাইটর জনাব আরিফুল ইসলাম এবং (২) এম.এস. কনস্ট্রাকশন-প্রোপাইটর-জনাব মোসাদ্দেক হোসেন এর মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করেন এবং কোন কাউন্সিলরগণের প্রত্যয়ন ছাড়া লক্ষ লক্ষ টাকার বিল পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া দীর্ঘদিন হইতে টাকা আত্মসাৎ করিতেছেন।

০৫। পার্শ্বে বর্ণিত মেয়র মহোদয় পৌর এলাকার অতি অল্প মূল্যে জমি খরিদ করেন তৎপর পরিষদের সিদ্ধান্ত ছাড়া পৌরসভার প্রয়োজনের কথা বলে, কাউন্সিলরগণের আপত্তি সত্বেও পানি প্রকল্পে উক্ত নিম্ন মানের জমি সমূহ অতিরিক্ত মূল্যে পৌরসভার জন্য ক্রয় করিয়া, কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং পৌরসভাকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াছে।

০৬। চন্দনাইশ পৌরসভার নামে সোনালী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, চন্দনাইশ শাখা এবং UCBL খাঁনহাট শাখা, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম এর পরিষদের অজান্তে আরো অন্যান্য ব্যাংকে একাউন্ট আছে এবং উক্ত ব্যাংক একাউন্ট গুলোতে প্রায় ৩ (তিন) কোটি টাকা জমা ছিল। ইতিমধ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক চন্দনাইশ পৌরসভায় একজন প্রধান নির্বাহী নিয়োগ প্রদান করিয়াছেন। উক্ত প্রধান নির্বাহী যোগদান করার কয়েক সপ্তাহ পূর্বে পরিষদের সিদ্ধান্ত ছাড়া উক্ত ৩ (তিন) কোটি টাকা মেয়র সাহেব একক ক্ষমতার অনুবলে বিভিন্ন ব্যাংক হইতে পৌর কর্মচারী বুলবুল আকতার, মেজবাহ উদ্দীন, শাখাওয়াত হোসেন সহ আরো কর্মচারীগণ এর মাধ্যমে উত্তোলন করিয়া, ভূয়া চালানের মাধ্যমে প্রকল্প না নিয়ে, উক্ত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন।

০৭। পৌর এলাকর ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ জন সাধারণের কল্যাণার্থে সার্বক্ষনিক সেবা দিয়া সরকার এর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করিতেছে। কিন্তু পৌর মেয়র কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্র সঠিক সময়ে মেয়র সাহেব জনসাধারণকে প্রদান না করিয়া, গড়ি-মসি করিয়া, জনসাধারণের কাছে কাউন্সিলরদের হেয় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা চালাইতেছে।

০৮। চন্দনাইশ পৌর এলাকার জন সাধারণ এর জন্ম/মৃত্যু নিবন্ধন বাবত নির্ধারিত সরকারী ফি ধার্য্য থাকিলেও তাহা কার্যকর না করিয়া মেয়র মহোদয় পৌর পরিষদের সাথে আলোচনা না করিয়া, দূর্নীতির মাধ্যমে ৫০০/১০০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করিতেছে। যাহা দূর্নীতির পর্য্যায়ভূক্ত হয়।

০৯। পৌর পরিষদের মাসিক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত, মেয়র সাহেব বাস্তবায়ন করিতে প্রায় সময়ই অনীহা প্রকাশ করে এবং কাউন্সিলরদের অগোচরে রেজুলেশন বদলাইয়া ফেলে কৌশলে।
এমনকি, পৌর পরিষদ পৌর সভার বাৎসরিক আয়-ব্যয় হিসাব উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করিলেও তিনি পৌর পরিষদের সভায় কোন হিসাব উপস্থাপন করেন নাই। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মেয়র একজন দূর্নীতি পরায়ন, স্বজনপ্রীতি সম্পন্ন ব্যক্তি হয়। উপরন্তু মেয়র মহোদয় ২০১৬ সাল হইতে পৌরসভার সকল কার্যাদেশ এর বিলের জন্য গড়ে ৫% ঘুষ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

১০। পানি প্রকল্পের ভবনটি পৌর পরিষদের সিদ্ধান্ত ছাড়া পৌরসভা অফিস ভবনের সংলগ্ন স্থানে মেয়র মহোদয় ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া, নির্মিত হওয়ায় সৌন্দর্য্যের হানি হয়। যাহাতে ভবিষ্যতে পৌর অফিস বর্ধিত করা যাইবে না।

১১। পৌর মেয়র পৌর পরিষদের সিদ্ধান্ত ছাড়া একক ক্ষমতাবলে মাষ্টার রুলে নিজের আত্মীয়-স্বজনকে পৌর সভার বিভিন্ন পদে মোট ১০ জনকে, জনপ্রতি ৪/৫ লক্ষ টাকা ঘুষ গ্রহণ করিয়া নিয়োগ প্রদান করিয়াছে।

তৎপ্রেক্ষিতে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী কাউন্সিলরগণ গত ২৯/১০/২০২৩ ইংরেজী তারিখ আনুমানিক সকাল/বিকাল ৪.৩০ ঘটিকার সময় মুঃ মাহাবুবুল আলম, মেয়র, চন্দনাইশ পৌরসভা এর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণের নিমিত্তে জনাব আবু তৈয়ব এর সভাপতিত্বে ০৮নং ওয়ার্ড নামক স্থানে উক্ত সভা আহ্বান করি। উক্ত অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ সংক্রান্ত সভার কার্য বিবরণী আপনার অবগতির জন্য সংযুক্ত করিলাম।

এমতাবস্থায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এর ৩৮ ধারা মোতাবেক অনাস্থা প্রস্তাব দাখিল করলাম।

সদয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানানো হইল।

বিনীত নিবেদক

তারিখ- চট্টগ্রাম

চন্দনাইশ পৌরসভা কাউন্সিলরবৃন্দ

১।	জনাবমোহাম্মদ আবু তৈয়ব প্যানেল মেয়র-০১	কাউন্সিলর- ৮ নং ওয়ার্ড	
২।	জনাব শিরিন আকতার	সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর-১,২,৩নং ওয়ার্ড	
৩।	" কহিনুর আকতার	সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর-৪,৫,৬নং ওয়ার্ড	
৪।	" হাছনারা বেগম প্যানেল মেয়র-০৩	সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর-৭,৮,৯নং ওয়ার্ড	
৫।	" মোঃ শাহেদুল ইসলাম	কাউন্সিলর- ০১ নং ওয়ার্ড	
৬।	" মোঃ নুরুল ইসলাম	কাউন্সিলর- ০২ নং ওয়ার্ড	

২০১৬ ইংরেজী তারিখ আনুমানিক সকাল/বিকাল ৪-৩০ ঘটিকার সময় চন্দনাইশ পৌরসভার কাউন্সিলরগণ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এর ৩৮ ধারা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এক বিশেষ জরুরী সভা জনাব আবু তৈয়ব এর সভাপতিত্বে ০৮ নং ওয়ার্ড নামক স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের নাম ও স্বাক্ষর ঃ **স্বাক্ষর ঃ**

১।	জনাব শিরিন আকতার	সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর- ১,২,৩ নং ওয়ার্ড-	শিরিন আকতার
২।	,, কহিনুর আকতার	সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর- ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড-	Kohinoor AKTER
৩।	,, হাছনারা বেগম প্যানেল মেয়র- ০৩	সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর- ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড-	
৪।	,, মোঃ শাহেদুল ইসলাম	কাউন্সিলর- ০১ নং ওয়ার্ড-	
৫।	,, মোঃ নুরুল ইসলাম	কাউন্সিলর- ০২ নং ওয়ার্ড-	
৬।	,, মোহাং হেলাল উদ্দীন চৌধুরী	কাউন্সিলর- ০৩ নং ওয়ার্ড-	
৭।	,, মাসুদুর রহমান প্যানেল মেয়র- ০২	কাউন্সিলর- ৪নং ওয়ার্ড-	
৮।	,, মোহাম্মদ শাহ আলম	কাউন্সিলর- ৫নং ওয়ার্ড-	
৯।	,, মোরশেদুল আলম	কাউন্সিলর- ৬নং ওয়ার্ড-	
১০।	,, মোহাঃ মোজাম্মেল হক চৌধুরী	কাউন্সিলর- ৭নং ওয়ার্ড-	
১১।	,, মোহাম্মদ আবু তৈয়ব প্যানেল মেয়র- ০১	কাউন্সিলর- ৮নং ওয়ার্ড-	
১২।	,, মোহাম্মদ লোকমান হাকিম	কাউন্সিলর- ৯নং ওয়ার্ড-	

সভার আলোচ্য সূচী ঃ

(১) চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলার চন্দনাইশ পৌরসভার মেয়র জনাব মুঃ মাহাবুবুল আলম এর বিধি নিষেধ পরিপন্থি কার্যকলাপ, দূর্নীতি, অসদুপায়ে ব্যক্তিগত সুবিধা গ্রহণ, পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি, ইচ্ছাকৃত অপশাসন, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি।

(২) বিবিধ।

প্রস্তাব সমূহ ঃ চন্দনাইশ পৌরসভার মেয়র জনাব মুঃ মাহাবুবুল আলম এর দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অসদুপায়ে ব্যক্তিগত সুবিধা গ্রহণ, ইচ্ছাকৃত অপশাসন, বিধি নিষেধ পরিপন্থি কার্যকলাপ, ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ আত্মসাৎ ইত্যাদি বিষয় সকল কাউন্সিলরবৃন্দ ব্যাপকভাবে আলোচনা করেন, মেয়রু এর উপরোল্লিখিত কর্মকান্ড নিম্নে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হইল ঃ-

১। বিগত ২০১১ সালে পৌর পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে পৌর সদরে একটি কিচেন মার্কেট নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। তখন মেয়র ছিলেন জনাব আইয়ুব কুতুবী। উক্ত মার্কেট এর ৫৪ (চুয়ান্ন) টি দোকান বরাদ্দের প্রত্যেকটির জন্য ৪৮,০০০/- (আটচল্লিশ হাজার) টাকা করে অগ্রিম পে-অর্ডার মূলে নেওয়া সর্বমোট ২৫,৯২,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ বিরান্নব্বই হাজার) টাকা জমা হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে উক্ত মার্কেট নির্মাণ সম্ভব হয় নাই, জমাকৃত টাকা দোকান খরিদারদের ফেরত না দিয়ে, পৌরসভায় জমা থাকে। পার্শ্বলিপি মেয়র সাহেব নির্বাচিত হওয়ার পর মেয়র পদবীকে ব্যবহার করে, নিজের ক্ষমতাকে অপব্যবহার করিয়া কিচেন মার্কেটের দোকান বরাদ্দের জমাকৃত ২৫,৯২,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ বিরান্নব্বই হাজার) টাকা উঠাইয়া পৌর পরিষদের কোন সিদ্ধান্ত ছাড়া নিজের ক্ষমতা অপব্যবহার ও দূর্নীতির মাধ্যমে নিজের ব্যবহারের জন্য সরকারী আইন উপেক্ষা করিয়া গাড়ী ক্রয় করিয়াছে। উপরন্তু উক্ত গাড়িটি বিধি মোতাবেক পৌর সভার আওতাধীন এলাকায় চলাচলের বিধান থাকিলেও পার্শ্বলিপি মেয়র উক্ত গাড়িটি প্রতিদিন শহর হইতে চন্দনাইশ পৌর অফিসে আসা-যাওয়া করা এবং পারিবারিক কাজে ব্যবহার করেন। যাহাতে প্রচুর জ্বালানী ক্রয় করিয়া, পরোক্ষভাবে জনগণের প্রদত্ত ট্যাক্স আত্মসাৎ করিতেছেন।

আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবু তৈয়ব
প্যানেল মেয়র- ০১ (ভারপ্রাপ্ত মেয়র)
চন্দনাইশ পৌরসভা, চট্টগ্রাম।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব "অডিটরিয়াম" নির্মাণের জন্য সরকার কর্তৃক ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র সর্বনিম্ন টেন্ডার দাতা পার্শ্বলিপি মেয়র মহোদয়ের নিজস্ব ঠিকাদার না হওয়ায়, তা বাতিল করা হয়েছিল। উক্ত ৭ কোটি টাকা ফেরত চলে যায়। উক্ত "অডিটরিয়াম" নির্মাণের জমিতে প্রচুর দামী বৃক্ষ ছিল। অডিটরিয়াম নির্মাণের অজুহাতে মেয়র মহোদয় নিজের লোক দিয়ে ৭ লক্ষাধিক টাকার গাছ কর্তন করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন। যাহা দরপত্র বিহীন ও পৌর পরিষদের সিদ্ধান্ত ছাড়া হয়।

সুতরাং, মেয়র মহোদয়ের স্বজনপ্রীতি বাস্তবায়ন করিতে না পারিয়া চন্দনাইশ পৌরসভার অডিটরিয়াম নির্মাণের জন্য বরাদ্দকৃত ৭ (সাত) কোটি টাকা ফেরত যাওয়ায় চন্দনাইশ পৌরবাসী দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে।

৩। **Water Treatment Plant**- এর আওতাধীন হাউস কানেকটিং পাইপ লাইনের প্রকল্পটি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের, কিন্তু টেন্ডার আহবান করে পার্শ্বলিপি মেয়র মহোদয়। উক্ত প্রকল্পটি ১০ (দশ) কোটি টাকা বরাদ্দ থাকে। মেয়র মহোদয় উক্ত কার্যাদেশ নিজের ইচ্ছেমত, পৌর পরিষদের সিদ্ধান্ত বিহীন দরপত্র আহবান করেন। অথচ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এর ৫৮ ধারা মতে পৌরসভার মেয়র এবং কাউন্সিলরগণের স্বার্থজনিত বিষয়াদি বিবৃত আছে। তবে তিনি পাইপ লাইন সহ যাবতীয় মালামাল নিয়ম বহির্ভূত ভাবে নিজে সরবরাহ করিয়া, প্রকৃত মূল্যের অধিক ৩ গুন টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে এবং মেয়র এর ইন্দনে ঠিকাদারের পাইপ লাইনে ৬-৬´´ বালু দেওয়ার সিদ্ধান্ত থাকিলেও, তা দেওয়া হয় নাই।

৪। পার্শ্বে বর্ণিত মেয়র মহোদয় চন্দনাইশ পৌরসভার উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের জন্য বিভিন্ন সময় দরপত্র আহবান ছাড়া, তাহার ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া, পরিষদের অগোচরে মেয়র মহোদয়ের নিজস্ব লোক দ্বারা পরিচালিত- (১) মেসার্স আয়েশা কর্পোরেশন- প্রোপাইটর জনাব আরিফুল ইসলাম এবং (২) এম.এস. কনস্ট্রাকশন- প্রোপাইটর- জনাব মোসাদ্দেক হোসেন এর মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করেন এবং কোন কাউন্সিলরগণের প্রত্যয়ন ছাড়া লক্ষ লক্ষ টাকার বিল পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া দীর্ঘদিন হইতে টাকা আত্মসাৎ করিতেছেন।

৫। পার্শ্বে বর্ণিত মেয়র মহোদয় পৌর এলাকায় অতি অল্প মূল্যে জমি খরিদ করেন। তৎপর পরিষদের সিদ্ধান্ত ছাড়া পৌরসভার প্রয়োজনের কথা বলে, কাউন্সিলরগণের আপত্তি সত্বেও পানি প্রকল্পে উক্ত নিম্ন মানের জমি সমূহ অতিরিক্ত মূল্যে পৌরসভার জন্য ক্রয় করিয়া, কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং পৌরসভাকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াছে।

৬। চন্দনাইশ পৌরসভার নামে সোনালী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, চন্দনাইশ শাখা এবং **UCBL**, খাঁনহাট শাখা, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম এর পরিষদের অজান্তে আরো অন্যান্য ব্যাংকে একাউন্ট আছে এবং উক্ত ব্যাংক একাউন্ট গুলোতে প্রায় ৩ (তিন) কোটি টাকা জমা ছিল। ইতিমধ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক চন্দনাইশ পৌরসভায় একজন প্রধান নির্বাহী নিয়োগ প্রদান করিয়াছেন। উক্ত প্রধান নির্বাহী যোগদান করার কয়েক সপ্তাহ পূর্বে পরিষদের সিদ্ধান্ত ছাড়া উক্ত ৩ (তিন) কোটি টাকা মেয়র সাহেব একক ক্ষমতার অনুবলে বিভিন্ন ব্যাংক হইতে পৌর কর্মচারী বুলবুল আকতার, মেজবাহ উদ্দীন, শাখাওয়াত হোসেন সহ আরো কর্মচারীগণ এর মাধ্যমে উত্তোলন করিয়া, ভূয়া চালানের মাধ্যমে প্রকল্প না নিয়ে, উক্ত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন।

আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবু তৈয়ব
প্যানেল মেয়র- ০১ (ভারপ্রাপ্ত মেয়র)
চন্দনাইশ পৌরসভা, চট্টগ্রাম।

চলমান পাতা- ০৩

পৌর এলাকার ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ জন সাধারণের কল্যানার্থে সার্বক্ষনিক সেবা দিয়া সরকার এর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করিতেছে। কিন্তু পৌর মেয়র কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্র সঠিক সময়ে মেয়র সাহেব জনসাধারণকে প্রদান না করিয়া, গড়ি-মসি করিয়া, জনসাধারণের কাছে কাউন্সিলদের হেয় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা চালাইতেছে।

৮। চন্দনাইশ পৌর এলাকার জন সাধারণ এর জন্ম/মৃত্যু নিবন্ধন বাবত নির্ধারিত সরকারী ফি ধার্য্য থাকিলেও তাহা কার্যকর না করিয়া মেয়র মহোদয় পৌর পরিষদের সাথে আলোচনা না করিয়া, দূর্নীতির মাধ্যমে ৫০০/১০০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করিতেছে।.যাহা দূর্নীতির পর্য্যায়ভূক্ত হয়।

৯। পৌর পরিষদের মাসিক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত, মেয়র সাহেব বাস্তবায়ন করিতে প্রায় সময়ই অনীহা প্রকাশ করে এবং কাউন্সিলরদের অগোচরে রেজুলেশন বদলাইয়া ফেলে কৌশলে।

এমনকি, পৌর পরিষদ পৌর সভার বাৎসরিক আয়-ব্যয় হিসাব উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করিলেও তিনি পৌর পরিষদের সভায় কোন হিসাব উপস্থাপন করেন নাই। ইহাতে প্রমানিত হইতেছে যে, মেয়র একজন দূর্নীতি পরায়ন, স্বজনপ্রীতি সম্পন্ন ব্যক্তি হয়। উপরন্তু মেয়র মহোদয় ২০১৬ সাল হইতে পৌরসভার সকল কার্যাদেশ এর বিলের জন্য গড়ে ৫% ঘুষ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

১০। পানি প্রকল্পের ভবনটি পৌর পরিষদের সিদ্ধান্ত ছাড়া পৌরসভা অফিস ভবনের সংলগ্ন স্থানে মেয়র মহোদয় ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া, নির্মিত হওয়ায় সৌন্দর্য্যের হানি হয়। যাহাতে ভবিষ্যতে পৌর অফিস বর্ধিত করা যাইবে না।

১১। পৌর মেয়র পৌর পরিষদের সিদ্ধান্ত ছাড়া একক ক্ষমতাবলে মাষ্টার রুলে নিজের আত্মীয়-স্বজনকে পৌর সভার বিভিন্ন পদে মোট ১০ জনকে, জনপ্রতি ৪/৫ লক্ষ টাকা ঘুষ গ্রহণ করিয়া নিয়োগ প্রদান করিয়াছে।

এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ (সংশোধিত) এর ৩৮ ধারা মোতাবেক দূর্নীতি পরায়ন ও জনগণের অর্থ আত্মসাৎকারী মেয়র মুঃ মাহাবুবুল আলম এর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নের সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন করার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সকলে ঐক্যমতপোষন করিয়াছেন।

সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

তারিখ- চট্টগ্রাম।
২৯/১০/২০২৬

আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবু তৈয়ব
প্যানেল মেয়র- ০১ (ভারপ্রাপ্ত মেয়র)
চন্দনাইশ পৌরসভা, চট্টগ্রাম।

২৯/১০/২০২৬
সভাপতির স্বাক্ষর

আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবু তৈয়ব
প্যানেল মেয়র-০১
চন্দনাইশ পৌরসভা, চট্টগ্রাম।